যুগান্তর

JUN 23 2002

তারিখ .... পৃঃ ১৬ কলাম ৪

সনি হত্যাকাণ্ড : পক্ষকাল পর বুয়েটের বক্তব্য

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃপক্ষ সনির ঘাতকদের সমুচিত বিচার দাবি করে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সব মহলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গত ৮ জুন টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুটি সশস্ত্র গ্রুপের সংঘর্ষকালে বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি নির্মমভাবে প্রাণ হারায়। সনি হত্যাকাণ্ড ও সমসাময়িক ঘটনার বিষয়ে বুয়েটের [illegible]

বক্তব্য : বুয়েটের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রেজিস্ট্রার [illegible] স্বাক্ষরিত এক ভাষ্যে টেন্ডারের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের সম্পর্ককে 'ভয়াবহ রোগ' হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয়, এই রোগ দমনে যাদের করণীয় সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মনে হয় একে স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে মেনে নিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের পথ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেই। বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনার সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাননি। কর্তৃপক্ষের ভাষ্যে সনির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়, টেন্ডারের দিন সব প্রতিষ্ঠানের মতো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও সন্ত্রাসীদের আগমন ঘটে। যথারীতি পুলিশকে টেন্ডারের দিনক্ষণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। টেন্ডারবাজিতে আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ছাত্র রাজনীতিকে পুঁজি করে একটি ছাত্র সংগঠনের বুয়েটের গুটিকয়েক সন্ত্রাসী ছাত্র ও পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সন্ত্রাসী ছাত্রের অস্ত্রবাজির নির্মম শিকার হয় সাবেকুন নাহার সনি। মোট ১৪টি পয়েন্টে টেন্ডার নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও অন্যান্য ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, টেন্ডার খোলার দিন ছিল ১১ জুন। ৩ জুন ক্যাম্পাসে কিছু সন্ত্রাসীর আগমন ঘটেছিল যা আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে অবহিত করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সংঘাতময় পরিস্থিতি, বিশ্বকাপ খেলার জন্য ছাত্রছাত্রীদের দাবি এবং তাদের নিরাপত্তার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় ৯ জুন বন্ধ ও হল খালি করার ঘোষণা দেয়া হয়।

কর্তৃপক্ষের মতে, এসব ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্যমূলক ও অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা হচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার মানসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ ধরনের রাজনীতি ও অস্ত্রনির্ভর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতাকে ব্যর্থতা হিসাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে। সনির হত্যাকারীদের বিচার দাবি করে কর্তৃপক্ষ বলেন, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারেও আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝি আমাদের এ অভীষ্ট লক্ষ্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে, বস্তুনিষ্ঠতার নিরিখে এবং সত্যের প্রতি আন্তরিক হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রতি [illegible] খবর পরিবেশনের পরামর্শ [illegible] হয়।